দলছুটের জবানবন্দী (১)

নন্দিনী হোসেন

মেজাজটা খুব তেতো হয়ে আছে । খুবই । অসহ্য লাগে। আবার সহ্য ও করতে হয় ।এ এক অদ্ভুত অবস্থা । অবশ্য এ তেমন নতুন কিছু নয় । সবই পুরোনো কাসুন্দি । তবু আজকাল মেজাজের যে কি হয়ছে বুঝি না । থৈ খোঁজে পাইনা মনের !

'এতো কিছু কর,করতে পার,কেন যে নামাজটা পড় না,আল্লাবিল্লার নাম নাও না আপু, বুঝি না'। খুবই ভয়ে ভয়ে মিন মিনে সুরে কথা গুলো উচ্চারণ করেই ও প্রান্ত একদম চুপ। সুনসান নীরবতা। মনে হল লাইনটা মনে হয় কেটেই গেছে । যেই না ভেবেছি অমনি আবার সরব হয়ে উঠলো ও প্রান্ত । যেন এক্ষুনি মনে পড়েছে জরুরী কিছু কাজ।এই মুহুর্ত্যেই না করলে মহা সর্বনাশ ঘটে যাবে। এই রকম একটা ভাব করে,আমার দিক থেকে কোন উত্তরের অপেক্ষা না করেই,আচ্ছা আপু,এখন রাখলাম,পরে কথা হবে। বলেই ঝট করে ফোনের লাইনটা কেটে দিল।

আসলে সেই থেকে আমার মেজাজটা খুব খিঁচরে আছে ।এমন না যে এটা নতুন কিছু । তবু ।
মাথার ভিতর কথাগুলো কেন যে এত কুটকুট করে কামড়াচ্ছে বুঝি না । খেয়াল করেছি আমার এই বোন টি আমার বেহেস্তে যাওয়ার সম্ভবনা এক্কেবারে শুন্যের কোঠায় দেখে, আজকাল বেশ অস্থিরতায় ভোগছে । আমি হচ্ছি তার প্রিয় আপু। শ্রদ্ধার ও বটে ! আমার দোযখ বাসের কল্পনা তাকে নিশ্চয় সুখানিভূতি দেয় না। আমি তার এই অনুভুতিটা খুব বুঝি ।সে এখন ও আশায় আশায় আছে,যদি আমার মতি গতি ঠিক হয় কখন ও !অনেক দোয়া দুরুদ ও পড়ে এই জন্য । আমাদের সব ভাই বোনের মধ্যে সেই সবচেয়ে ধর্ম অন্তপ্রাণ । আগে এতটা ছিল না। দিন যত যাচ্ছে তার ধর্ম-বাতিক টা বেশ বেড়ে যাচ্ছে । যদি ও এখন ও পর্যন্ত হেযাব বা বোরকা ইত্যাদি ধরে নি,তবে ইতিমধ্যে দুইবার হজ্ব করা সারা । গত বছর হজ্ব থেকে আসার পর থেকেই দেখছি আমার ধর্মে কর্মে মতি নেই ব্যাপারটা তাকে বেশ পীড়া দিচ্ছে !

হজ্ব করে আসার কিছুদিন পরে এইরকমই একদিন রাতে ফোনে এ কথা সে কথা বলার পর হঠাৎ বলে,'পরের বার যখন হজ্বে যাব,ভাবছি তোমাকে ও সাথে নিয়ে যাব '! সেদিন ও আজকের মতই কান্ড করেছে। বলার পর পরই কি একটা অজুহাতে যেন ফোনটা রেখে দিয়েছিল। অবশ্য তাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমাকে নিয়ে তার বেশ একটা অস্বস্তি আছে মনের খুব গভীরে কোথা ও। তার কিছু কারণ আমি নিজেই উপলব্দি করি । যেমন ঘরোয়া পরিবেশে আমরা যখন একত্রিত হই,তখন আমি নামায পড়লাম কি না তাতে খুব একটা কিছু এসে যায় না । কিন্তু যখন বাইরে কোথা ও কোন অনুষ্ঠানে অনেক গুলো মুসলিম পরিবার একত্রিত হয় -এবং নামাযের সময় এলে প্রায় সবাই অযু করে যে যেখানে পারে দল বেধে নামাযে দাড়িয়ে যায়। আমার থেকে ছোট হোক বড় হোক সবাই। আমি তখন বসে থাকি। যারা নেহায়েতই বাচ্চা,এখন ও নামায-রোজা ফরজ হয় নি ,তাদের সাথে আড্ডা জমানোর চেষ্টা করি। আমার বসে থাকাটা বড্ডই বেমানান । কেউ কেউ আঁড়চোখে তাকায় বুঝতে পারি । কখন ও কখন ও আমার বোনের সাথে যেতে হয় এসব জায়গায়,তাতে আজকাল তার অস্বস্তিটা আর ও বেড়েছে বুঝতে পারি। আমি অবশ্য এসব জায়গাতে তার সাথে যাওয়ার ব্যাপারটা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্ঠা করি ।

তবে তার জন্য যে সমস্যাটি হয়েছে তাহলো, সে আমাকে জানে ভালোমতই তাই সরাসরি কিছু বলতে ও সাহসে কুলায় না । আবার এক্কেবারে চুপ করে ও থাকা যাচ্ছে না।যেহেতু হজ্ব করে এসেছে। একবার নয় দু'বার। তাতে যেন তার অনেকটা দায়িত্বই বর্তে গেছে কি করে আমাকে আল্লার পথে নেওয়া যায় ! সবই তো করতে পার,কেন নামাজ টা পড় না ।
আরেকজনের কথার সাথে কি আশ্চর্যরকম মিল । সে ও একই কথা বলতো। যদি

ও অনেকদিন হল ক্ষান্ত দিয়েছে । বুঝে গেছে হয়তো কোন লাভ হবে না । সে ও খুবই ধর্মঅন্ত প্রাণ । নামায রোযা করে নিয়মিত । আমার মতিগতি ঠিক করার জন্য বলতো 'তোমাকে নিয়ে হজ্বে যাব,তাহলে তোমার মাথা থেকে এসব ভুত নামবে !কখন ও বলতো,সবই তো করতে পার,কেন নামাযটা পড় না। তার বা তাদের এই 'সবই করতে পারো'র সারমর্ম হচ্ছে ,তাদের ধারণা মানুষ হিসেবে আমি বেশ উন্নত মানেরই,এতে তাদের কোন সন্দেহ নেই !শুধু যদি নামায কালামটা পড়তাম,আল্লাবিল্লা করতাম তাহলে বেহেস্তে যাওয়া আমার আর ঠেকায় কে !একটা বড় দোষ অবশ্য আছে। বড় বেশী উলটা পালটা কথা বলা। সব কিছুতে কেন কথা বলতেই হবে। যে যা বলে সব মেনে নিলেই তো ল্যাটা ছুকে যায় !এত কথা বলার দরকার টাই বা কি। তা ছাড়া **মেয়েমানুষের** বাড়াবাড়ি রকমের কথা বলাটা ঠিক মানায় না যে !অবশ্য আমার চারপাশের মানুষজন আমার সামনে এসব কথা কেউ আমাকে বলে না এটা ঠিক। তবে তাদের অস্বস্তি অনুমান করে নিতে তো কষ্ট হয় না। মুখের চামড়ায় আমাকে নিয়ে দু;চিন্তার ভাজ আমার দৃষ্টি এড়ায় না !

আমার নিজের ঘর সংসার চলে আপাত দৃষ্টিতে অদ্ভুত কিছু নিয়মে । আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারো নাক গলানোটা আমি একদম পছন্দ করি না। তার মানে অবশ্য এই না যে আমি যা ইচ্ছা তাই করি । কিছুরই পরোয়া করি না ! তা কিন্তু মোটেই নয় । ছেলে,মেয়ে,নারী পুরুষ এসব শব্দ আমার অভিধানে নেই । আছে একটাই শব্দ । মানুষ। অবশ্য এটা আমি স্বীকার করবো কিছু কিছু ব্যাপারে আমি খুবই stubborn. যা একজনের জীবনে ভালোর চেয়ে ক্ষতিই করে বেশী । আমি জানি এটা খুব একটা ভাল গুণ নয় । তবে জীবন,মানুষ,ধর্ম ,মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, মানবিকতা ইত্যাদি বিষয়ে আমার একান্তই নিজস্ব কিছু ধারণা গড়ে উঠেছে ।

এমনিতে আমি বেশ কিছুটা অন্তর্মুখি স্বভাবের মানুষ ।আমি দেখেছি কোন মানুষকে আমার ভাল না লাগলে আমি কথা চালাতে পারি না। মনে হয় কথার অপচয় হচ্ছে । তখন কেঁচোর মত গুটিয়ে যাই। হয়ত বেশী বাছ-বিচারের কারণে দিন দিন আমার পছন্দের মানুষের সংখ্যা ও কমছে। কমে আসছে । যাদের,বা যাকে খুব ভালবেসে,পছন্দ করে কাছে গেছি বা যাই,তাদের বেশীরভাগ সময়ই দেখেছি উলটো রুপ। আশাহত হতে বেশী সময় লাগেনি প্রায় ক্ষেত্রেই। ক্রমে আমি আবিষ্কার করি একসময়ের সোনা ভেবে গিলটির মোহে মুগ্দ্ধ আমি কখন জানি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি। বার বার এরকমটাই হয়েছে। একসময় সিদ্ধান্ত নিয়েছি, মুগ্দ্ধতাবোধ যতই থাক দুর থেকেই তা জিইয়ে রাখা ভাল। কাছে গেলেই যদি মোহভংগ হয় !

সেই ছোটবেলা থেকেই আমি ছিলাম বেশ চুপচাপ । বাছা বাছা কিছু সঙ্গী-সাথী ছিল বটে(আমার মা বাবার পছন্দ করা) ;তাদের সাথে হৈ চৈ খেলাধুলা করতাম ঠিকই,কিন্তু কোথায় যেন আটকে আটকে যেতাম । কত যে আগ ডুম বাগ ডুম ভাবতাম রাতদিন তার কোন মাথা মুন্ডু নেই । হয়ত মন মত সংগী -সাথী জুটাতে পারতাম না,সেটা ও একটা কারণ হতে পারে নিজেকে গুটিয়ে রাখার। আমার যাদের পছন্দ হত,আমার মা বাবার আবার ছিল তাদের ঘোরতর অপছন্দ ! কাদের সাথে মিশবো,কার সাথে কথা বলবো এসবে আমার কোন ই স্বাধীনতা ছিল না আমি বুঝতে পারতাম না কার বাপ আমার বাবা-দাদার জায়গার মানুষ !কে ইতর শ্রেনীর,আর কেই বা ভদ্দরনোক !যে মেয়েটি দূর থেকে আমাকে নীরিক্ষন করত ভীরু চোখে,আমার গায়ের জামাটি বা পায়ের জুতা টির পানে অগাধ বিস্ময় মাখা মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়ে থাকত ; তাকেই কি না আমার দারুন পছন্দ হত। পাশে বসিয়ে তার সাথে গল্প করার,কিম্বা খেলাধুলা করার এক অদম্য বাসনা ছিল আমার । কথাটি অদ্ভুত শুনালে ও সত্যি । আমার মনে হত আমি যদি সে হতাম আহা জীবন টা তাহলে কতই না স্বার্থক হত !যে দিকে মন চায় চলে যেতে পারতাম। যা খুশি গল্প করতে পারতাম। কাজের মেয়ে বা আমার মা বাবার দৃষ্টিতে নীচু শ্রেণীর মানুষের সাথে কথা বলা আমার মায়ের কঠোর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে সম্ভব ছিল না । মা'র কেবল ই সন্দেহ হত না জানি কি খারাপ কথা অথবা খারাপ শব্দ এই মেয়েরা আমাদেরকে শিখাবে !কিন্তু আমার প্রাণটা ছটফট করত খাঁচায় বন্দি পাখির মত । সারাক্ষন ডানা ঝাঁপটাত মনের ভিতরটা । তাদের সাথে গল্পে মেতে উঠতেই আমার সবচেয়ে বেশী ভালো লাগত। তারা কোথায় যায় , কোন সে বটের ছায়ায়

মেলা বসে,সেই মেলা থেকে কাচের চুড়ি কিনে রিনঝিন শব্দ তুলে তারা যখন হেটে যেত ;সেই মুহুর্ত্যে তাদের চেয়ে সুখী আমার কারো কে মনে হত না !(কাচের চুড়ি বস্তটা ছিল আমার মায়ের কাছে বিষবৎ পরিত্যাজ্য !মা'র অদ্ভুত কিছু ধারণা ছিল,তার মধ্যে একটি হচ্ছে কাচের চুড়ি নিম্নবর্গের মানুষেরা পরে) মনে হতো তাদের জগৎ টা আকাশের মত উদার । বিশাল । যে দিকে চোঁখ যায় ইচ্ছা হলেই তারা লাল নীল ডানা মেলে উড়ে যেতে পারে ।তাদের আমার মুক্তির প্রতিক মনে হতো ! অপার রহস্যে ঘেরা তাদের এই অজানা জগতের প্রতি ছিল আমার দুড়ন্ত এক মোহ। যা হয়ত আমি আজ ও কাটিয়ে উঠতে পারি নি !যা হোক কি লিখতে বসে কি সব শুরু করেছি। এই হয়েছে এক জ্বালা,যা বলতে চাই,তার আশ পাশ দিয়ে সহজে যাওয়া যেন আমার ধাতেই নেই ! আমার এক প্রিয় বন্ধুর কাছে যার জন্য প্রায় ই বকুনি খেতে হয়।ধমক দিয়ে বলে,'যে বিষয় টা বলতে চাচ্ছ,সংক্ষেপে শুধু সেই ক'টি শব্দ বল,বাড়তি একটি শব্দ ও নয় প্লীজ'!আমার অপারগতা টা সে বুঝতে চায় না ! সবাই কি আর সব কিছু পারে ? যাই হোক । সেই আমি হঠাৎ করে এক অন্য জগতের স্বাদ পেলাম। আমার জন্য সেটা ছিল আমার অজান্তেই সারা জীবনের জন্য এক মোড় পরিবর্তন ।

সেই সময় : তখন আমি ক্লাস ফাইভ/সিক্সে পড়ি । খুবই রুটিন মাফিক জীবন চলছিল আমাদের। মানে আমাদের ভাই বোনদের । এতটুকু নড়চড় হবার জো ছিল না কিছুতে । যেদিন কোন কারণে সামান্য তম পরিবর্তনের সম্ভাবনা পর্যন্ত দেখা দিত,সেদিন আমাদের মনে যেন উৎসব শুরু হয়ে যেত !যা হোক । ভোরে ঘুম থেকে উঠে,বই পত্র নিয়ে পড়তে বসতাম যতক্ষন পর্যন্ত না হুজুর হাজির হতেন আরবী পড়াতে । ক্লাস ফাইভেই আমি প্রথম কোরাণ খতম করে ফেলি । অবশ্য সেই প্রথম সেই শেষ । হুজুর পড়িয়ে চলে গেলে খেয়ে দেয়ে ছুট তে হত স্কুলে । স্কুল বাসা থেকে হাটা পথে ছিল মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ । তাই বেশ ধীরে সুস্থেই যাওয়া যেত । স্কুল থেকে ফিরতে না ফিরতেই টিচার এসে হাজির হতেন । তিনি অবশ্য ছিলেন আমাদের স্কুলের ই অংকের টিচার । আমাদের বাসার রাস্তা ধরে তাঁকে অনেক টা পথ পাড়ি দিয়ে নিজের আলয়ে ফিরতে হত। তাই বাসায় যাওয়ার পথেই তিনি কাজটা সেরে ফেলার পক্ষপাতী ছিলেন । কিন্তু আমাদের দশা হত অত্যন্ত করুন । বিশেষ করে আমার মন মেজাজ খুবই খারাপ হয়ে যেত । বাসায় আমরা নিজেরা পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই তিনি এসে হাজির। সারাদিনের পর এমনিতেই খুব ক্লান্ত থাকতাম । সেই সাত সকালে শুরু হয়েছে এরমধ্যে একটু খানি ও অবসর নেই ।স্কুল থেকে ফিরে কোথায় হাত মুখে ধুয়ে খেয়ে দেয়ে একটু আরাম করে বসব ,তা নয় আবার বই খাতা নিয়ে বস ! আমার যে কেমন লাগত,তা আর বলার নয় । আমাদের বয়সী অন্য সবার দিকে তাকিয়ে নিজের মা-বাবা কে মনে হত কেমন জানি সন্তান দের প্রতি নিষ্ঠুর !একটু খানি মায়াদয়া নেই !কত যে দোয়া দুরুদ পড়েছি টিচারের যেন কিছু একটা হয় । যেন তিনি না আসেন ! অন্তত একটা দিনের জন্য ও যদি রেহাই পাই ! কিন্তু তিনি ঠিক ই এসে হাজির হতেন। মনে মনে যা রাগ হত । এ কেমন রে বাপু । এত দোয়াতে ও কি জ্বর টর ,নিদেন পক্ষে মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা ও কি হতে নেই !আসার কোন ই কামাই নেই !

মাঝে মাঝে নিজের ই মাথা ব্যথা পেট ব্যথার ভান করে না খেয়ে দেয়ে পেটের ক্ষিধা নিয়ে শুয়ে পরতাম । কোন ভাবে যদি রেহা ই মিলে !দু একদিন যে না পেয়েছি তা নয়। তবে খুব বেশী কাজ হত না !আমার মার ছিল আমাদের প্রতি এসব ব্যাপারে মারাত্বক সন্দেহ বাতিক গ্রস্থতা !শুঁকে শুকেঁ কেমন ঠিকই টের পেয়ে যেতেন !টিচার চলে যাওয়ার খানিক পর যখন সন্ধা নামতো;তখন আমরা পিঠাপিঠি দুই বোন আর আমাদের থেকে তিন /চার বছরের ছোট ভাই মিলে দুলে দুলে ছন্দে ছন্দে সুরা গুলো মুখস্থ বলতাম ।এটা চলতো বেশ খানিক্ষন ধরে । দুলে দুলে সূরা গুলো পড়তে আমার কিন্তু বেশ মজা ই লাগত । সন্ধা যখন ঘন হয়ে রাতের বুকে হারিয়ে যেত;তখন পড়ার টেবিলে গিয়ে বস তে হত যতক্ষন পর্যন্ত রাতের খাবারের ডাক না পরছে ।

খেলাধুলা কি একেবারেই রুটিনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না ? ছিল । যেমন স্কুল বন্ধের দিন গুলোতে বিকালে (আমার মা বাবা কর্তৃক) বাছাই করা ক'জন সঙ্গী সাথী দের নিয়ে আমাদের বাসায়,বা তাদের বাসায় গিয়ে একদম ঘড়ি ধরে ঘন্টা দু'য়েক খেলাধুলা করার অনুমতি ছিল !

তবু এর মধ্যেই কেমন করে জানি সারাক্ষন কি করি কি করি একটা অস্থিরতা ছিল আমার মধ্যে।(যা আজ অবধি গেল আর কই !)আমার বাবার ছিল বেশ ভালো রকম বই পত্রের সংগ্রহ আর পড়ার নেশা । যা আজ ও অক্ষুন্ন আছে। যা হোক । আমি একদিন স্কুল ছুটির মধ্যে এ ঘর সে ঘর করতে করতে কেন জানি না বাবার বইয়ের আলমারীগুলোর পাশে দাড়িয়ে বইগুলোর দিকে ঘোর লাগা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ । হঠাৎ প্রবল ইচ্ছা হল একটা বই হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে। আলমারী গুলো ছিল তালাবদ্ধ । তা ছাড়া এ গুলোর উচ্চতা এত বেশী যে আমি চেয়ার টেনে এনে ও কোন লাভ হল না।চাবি কোথায় থাকে তাও জানি না । তা ছাড়া কখন কে এসে পরে সেই ত্রাস ও কাজ করছিল মনে । এসব জিনিষে যার তার হাত দেওয়া যে নিষেধ তা কেউ আমাকে বলে না দিলে ও বুঝতে অসুবিধা ছিল না । কত যত্ন করে বাবা বই গুলো বের করেন। ইজি চেয়ারটায় অর্ধশোয়া হয়ে চোঁখে চশমা লাগিয়ে পড়েন । পাশে মাঝারী আকারের একটা টেবিলে থরে থরে সাজানো থাকে কিছু বই এবং বাংলা ইংরেজী পত্র-পত্রিকা । ঘন্টার পর ঘন্টা অতিবাহিত করেন পড়াতে মগ্ন অবস্থায়। সে এক অপুর্ব দৃশ্য । আর কেউ এতসব খেয়াল করতো কি না জানি না । তবে আমি করতাম। মনে দারুণ লোভ হত এই রকম এক খানি ভারী বই হাতে নিয়ে চেয়ারে আধ শোয়া হয়ে যদি পড়তে পারতাম । আহ ! জীবন টাই তাহলে ধন্য হয়ে যেত !তখন আমার শিশু মনে বাবার এই রুপ ই ছিল পান্ডিত্যের চূড়ান্ত কথা !যা হোক। যে করেই হোক একটা বই আজ এখান থেকে সরাতেই হবে ! যে কোন মুহুর্ত্যে কেউ এসে পরতে পারে । এদিক ওদিক তাকিয়ে ভাবছি কি করা যায়,কি করা যায় । ওমনি চোঁখ আটকে গেল অন্যদিকের দেয়ালে বাবার বইয়ের আলমীরা গুলোর তুলনায় অনেক নীচু,প্রায় মাঝারী উচ্চতার একটি বুক কেসের দিকে । মনটা ঝিলমিল করে উঠলো । কেন যে আগে খেয়াল করি নি ।এটা থেকেই তো বই বের করে নিতে পারি ! মাঝে মাঝে মাকে এখান থেকে বই বের করে নিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়তে দেখি। এখান থেকে নিলে মা টের ও পাবেন না।হলই না হয় বই গুলোর মালিকানা মায়ের । বই তো বটে ! এবং অনেক গুলো বই মোটা এবং ভারী ও আছে (যা আমার আসল আকর্ষণ)।যদি ও মা'র পড়ার ভঙ্গি টা আমাকে টানে না । বাবার মতো অমন রাজকীয় মনে হয় না !যা হোক । খুব দ্রুত হাতে কাজ সমাধা করতে গিয়ে এখানে সেখানে হাতে টেস টুস খেয়ে বই একটা বের করে ফেললাম !

সারা দিন রাত মিলিয়ে যে টুকু সময় পেলাম বলা ভালো নানা ফন্দি ফিকির করে সময় বের করে নিয়ে; যেমন পড়তে বসে উপরে ক্লাসের পাঠ্য বই আর ভিতরে ওই বইখানি নিয়ে বুদ হয়ে রইলাম । রাতে বিছানায় গিয়ে ও লুকিয়ে পড়া শুরু করলাম । তাছাড়া আবিষ্কার করলাম যা কিছুই করি না কেন ,মন যেন পরে থাকে ওই বইটির পাতায়। একটা অদ্ভুত বিরহ বিরহ ভাব ! কেবলই উশখুশ করি কখন সময় হবে বইটি পড়ার । বইটির নাম ? বুক কেসের তাকে হাত দিয়ে যে বইটি হাতে উঠে এসেছে সেটিই নিয়ে এসেছি । ওখানে কোন বাচ বিছারের সময় বা সুযোগ কোনটাই ছিল না । তখন ও পর্যন্ত পাঠ্য বই ছাড়া আর কোন বইয়ের নামই জানি না। কি পড়ব না পড়ব সে ব্যাপারে কোন ধারণা থাকার প্রশ্নই উঠে না । বইটির ছিল হযরত আবদুল কাদির জীলানীর একটি জীবনি গ্রন্থ । বইটি পড়তে গিয়ে আমার কাছে কঠিন কিছু তো মনে হয়ইনি ; বরং ফল হল নিদারুন ! কখন ও খুব উৎফুল্ল হচ্ছি,কখন ও হাঁপুস নয়নে কাঁদছি ! সে এক অদ্ভুত অবস্থা । বই কি জিনিষ,কি থাকে বই গুলোতে এসব আবিষ্কার করে আমার সেই কচি মনে ভীষণ রকম এক তোল পাড় ,শিহরণ বয়ে যেতে লাগলো !

এতদিন কেন বই নেই নি হাতে সে ভেবে বেশ অনুশোচনা ও এলো মনে । যা হবার হয়েছে এখন আর সময় বৃথা যেতে দেব না যেমন করেই হোক বই পড়া অব্যাহত রাখতে হবে মনে মনে যেন এটাই শপৎ নিলাম । কত কি যে আছে বইয়ের পাতায় পাতায় কি করে এসব পড়া যায় তার ই সুযোগে থাকতে লাগলাম। আর তা পাওয়া মাত্র ই কাজে লাগাতাম । একটি শেষ হলেই ছটফট শুরু হয়ে যেত ভিতরে ভিতরে আরেকটি হস্তগত করার জন্য । কিন্তু এখানে যে বিষয়টি না বললেই নয় ,যা বলার জন্যই এত কিছু ধানাই পানাই করা তা হচ্ছে খোঁজে খোঁজে নানা ধরণের ধর্ম গ্রন্থ গুলো কেবল পড়া ! একটি রাখি আরেকটি ধরি । নীরবে চলে আমার এই অভিযান । বড়

বড় সব অলি আওলিয়ার জীবনী গ্রন্থ যেমন হযরত শাহজালালের সিলেট বিজয় থেকে শুরু করে কবি গোলাম মস্তফা রচিত বিশ্বনবী পর্যন্ত । এদিকে বোখারী শরিফ,তীরমিজী শরীফ ,মেশকাত শরীফ ,তাজকেরাতুল আম্বিয়া, তাজকেরাতুল আওলিয়া সহ আর ও কত কি যে। ইসলামের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ নারীদের জীবনী ও মোটামোটি সব পড়া সারা । বিবি খাদিজা,বিবি ফাতেমা,বিবি আয়েশা,বিবি রহিমা,বিবি রাবেয়া বশরী,বিবি হালিমা ,দাদা আদম বিবি হাওয়া ইত্যাদি যা বিবি জাতীয় বই ছিল তা খুব একটা কিছু বাদ পরেছিল বলে মনে হয় না। আর অন্য দিকে ছিল আরেক ধরনের বই,যেমন সাত বেহেস্ত আট দোজখ ,বেহেস্তি জেওর আর ও কি কি জানি সব নাম । আর হ্যা মোকসুদুল মোমেনীন ও !পড়ে টড়ে যখন সব ফুরিয়ে গেল তখন এক ধরনের পাগল পাগল অবস্থা আমার ! দুদিনেই যে সব পড়ে ফেলেছিলাম তা কিন্তু নয়। কতদিন লেগেছিল তা আজ আর মনে নেই। হয়ত কয়েক মাস, হয়তবা বছর খানেক লেগেছিল। যা হোক,মোটকথা মার সব ধর্মীয় কালেকশন গুলো শেষ হয়ে গেলে কি করবো,কি করে বই যোগার করব এসবই ভাবি আর খাঁটি মোসলমান হওয়ার জন্য উঠে পরে লাগি । বই যোগাড়ের জন্য এমনই পাগল হলাম ,যে আমার পিঠাপিঠি বোনটি যখন গো ধরলো এবার তার জন্মদিন পালন করবে । যদি ও আগে কখন ও করে নি। আমার অবশ্য খুব হাসি পেল । শয়তানি হাসি আর কি ! টিটকারি দিতে গিয়ে ও দেই না । মনের ভিতরই লুকিয়ে ফেলি । কারণ এই সুযোগে আমার কিছু বুদ্ধি এলো মাথায় ! তাকে বেশ সন্তর্পনে জিজ্ঞাসা করলাম তার জন্মদিনে কে কে আসবে । প্রথমে লিষ্টটা শুনে বেশ দমে গেলাম। কারণ তার ক্লাসের যে সব বন্ধুরা আসবে এবং যে দু একজন কাজিন আসবে তাদের দু একজন ছাড়া কেউ বই টই উপহার হিসেবে দেবে বলে মনে হয় না । নাম গুলো শুনে একটু লজ্জিত ভংগিতেই জানতে চাইলাম,তারা কে কি দেবে কিছু বলেছে কি না !সে বললো নাহ তো,কি আবার দেবে !আমি তখন বেশ হতাশ হয়ে তাকে একটা পরামর্শ দেবার ফন্দি আটলাম মনে মনে । সাথে সাথে বলাটা হয়ত ঠিক হবে না। কি থেকে কি হয় বলা তো যায় না। মাকে বলে ও দিতে পারে। অবশ্য বললেও কিছু না বুঝেই বলবে !তার বুদ্ধি সুদ্ধির প্রতি আমার খুব একটা আস্থা নেই !পেটে কথা একদম থাকে না। আমাকে তাই খুবই সন্তর্পনে থাকতে হয় । তাকে কিছু বলে,'কাউকে বলিস না ' বললে সে যেন এই কথা টি আর ও আগে ভাগেই বলবে। আর কোন কারণে মা'র হাতে যদি স্বীকারুক্তি আদায়ের জন্য মাত্র এক ঘা পিঠে পরেছে কি পরেনি ভেউ ভেউ করে কেঁদে কেটে সব বলে দেবে !সে ক্ষেত্রে আমি বিপরীত মেরুতে !

রাতে শুয়ে শুয়ে ফন্দি টা প্রয়োগ করা সবচেয়ে নীরাপদ মনে করি । বেশ খানিক্ষণ এপাশ ওপাশ করে অবশেষে খুব সাবধানে বলি, শুন একটি কথা বলি,খুব মন দিয়ে শুনবি,তুই কাল ই যারা আসবে বলেছে তাদের কে বলবি কেউ যদি কিছু দিতে চায় উপহার হিসেবে,তাহলে যেন অন্য কিছু না দিয়ে বই দেয় !আমার কথা শুনে সে হা হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে । এসব হা টা কে আমি পাত্তা দেই না! একবার যখন বলে ফেলেছি তখন মরিয়া হয়েই বুঝাতে শুরু করি যে,আমি একটা বইয়ের লিষ্ট দেব তা থেকে বাদ দিয়ে অন্য বই যেন কিনে ,এবং তা হবে ধর্মের বই !আমরা তখন এই কথাটি ই বলতাম ধর্মের বই । যা হোক আর অধিক কথা বাড়িয়ে লাভ নেই ! শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে,শেষ পর্যন্ত দুটি বই পেয়েছিলাম । ধর্মীয় বই । দিয়েছিল চিত্রা ! হিন্দু মেয়ে । আমার বোনের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু (আজ ও)। আমি তো খুশীতে আত্বহারা কিন্তু হঠাৎ মনে বেশ একটা ভয় ও ঢুকলো যে একটি হিন্দু মেয়ে এই বই গুলি ছুঁয়েছে তাতে আমার না জানি কত পাপ হবে !বই গুলোতে তো অনেক জায়গাতে আরবী লিখা আছে !
মনে মনে নানা যুক্তি তর্ক শুরু করলাম। আমি তো খুব ভালো একজন মুসলমান হওয়ার জন্য ই এসব করছি,আল্লা নিশ্চয় শুধু হিন্দু একটি মেয়ে কিনে এনে দিয়েছে বলে গুনাহ দেবেন না !তারপর ও আমি মনে মনে তওবা করে নিলাম যেন আল্লাতায়ালা আমার অজান্তে করা এই গুনাহ মাফ করে দেন । কারণ আমি একজন মোসলমান হিসাবে জানি যে ,মনে প্রাণে আল্লার দরবারে কেঁদে কেটে পরলে আল্লা তার বান্দাদের মাফ করে দেন ! সেদিন রাতে তাই জায়নামাযে বসে নামাযান্তে তওবা করলাম । কিন্তু কান্নাটা ঠিক জমলো না ! তবু কান্নার একটা ভঙ্গি করলাম ।(স ত্যি বলতে কি এই ভঙ্গি করতে গিয়ে আমার খুব লজ্জা ই লাগল ।মনে হলো এটা তো এক ধরনের প্রতারণা করা হল। ভন্ডামী করলাম ! যদি ও ঠিক এই ভাষাতেই কথাগুলো আমার মাথায় আসে নি। তবে যে বোধ টা তখন জন্মেছিল তার ভাষা আজ দিতে গেলে এটাই

হবে যথার্থ !কি বই দিয়েছিল,তার নাম আজ আর অবশ্য মনে নেই । তারপর ও আমি কত ভাবে যে বই যোগার করেছি সে সব অনেক লম্বা কাহিনী ;আপাতত বলা থেকে বিরত থাকলাম !

কিছু কিছু বই অবশ্য কঠিন লেগেছে । যেমন বোখারী শরীফ,মেশকাত শরীফ নামক এই জাতীয় বইগুলো । এরকম বই পড়ে মনে হত দাঁত ভেঙ্গে যাচ্ছে ।খানিকটা নেড়েচেড়ে কোথায় রেখে দেবো,তা নয় জোর করেই পড়ে শেষ করতাম । আসলে ভাবতাম যত টুকু বোঝা যায় তাতেই লাভ !

যে বই গুলোর নাম উপরে উল্লেখ করলাম ; তাছাড়াও আর ও বই ছিল যে গুলোর নাম আজ আর মনে নেই । থাকা সম্ভব নয় । অনেক বই ই একাধিক বার পড়েছি । বিশেষ করে জীবনী গুলো । তবে তার মধ্যে ও সব চেয়ে বেশী পড়েছি কবি গোলাম মোস্তফা রচিত নবী জীবনী । পড়েছি আর অঝোর নয়নে কান্নাঁ যাকে বলে সে রকম ই কেঁদেছি । ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতাম । তৎকালীন অবিশ্বাসীরা নবীজি কে কত কষ্ট দিয়েছে ভেবে !কেঁদে কেটে খানিকটা ধাতস্থ হয়ে আবার পড়া শুরু করতাম । অন্যান্য বই গুলো পড়ে ও প্রচুর কেঁদেছি । আমার দশা এমন হলো যে তাকে ঠিক স্বাভাবিক অবস্থা বলা যায় না কিছুতেই ! হয় কেঁদে আকুল হচ্ছি,নয়তো ভীষণ ভাবে ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছি ।কারো সাথে যে এ নিয়ে কথা বলবো তার ও কোন উপায় ছিল না। প্রায় সবেতেই দেখি পাপ আর পাপ। পা ফেললেই গুনাহ ! ভয়ানক সব আজাব অপেক্ষা করে আছে পাপীদের জন্য । বিশেষ করে নারী পাপীদের অবস্থা তো ভয়াবহ ! তাদের খালি পাপ আর পাপ । নানা নামের দোযক অপেক্ষা করে আছে তাদের জন্য! তখন আমার মনে যে দুটি শব্দ মারাত্বক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল,তার একটি হচ্ছে *স্বামী* আর অন্য টি *পাপ বা গুনাহ* !আমার পরবর্তি লিখায় এই সব নিয়ে আলোকপাত করার আশা রাখি ।

সেই সময় টা আমার আক্ষরিক অর্থেই খুবই মানসিক কষ্টে কেটেছে ।

চলবে.....